দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী বিষয়

১৭৫৭ সালের পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মুসলমানরাই বেশী নির্যাতিত, অবহেলিত, নিগৃহীত হতে থাকে। তাই পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্, চৌধুরী নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক প্রমুখ দেশপ্রেমিকদের আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সেখানে ইসলামী বিষয়সমূহ আজও অনুপস্থিত "ইসলামী কষ্টাজিজ" যে বিষয়টি আছে তাতে ইসলামের সকল বিষয় পুরোপুরিভাবে পড়ানো হয় না। এই বিষয়ের সিলেবাস দ্বারা "ইসলাম" সম্পর্কে পুরো জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। তাই "ইসলামিক স্টাডিজ" বিষয়টি বিলুপ্ত করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ চালুর জোর দাবী জানাচ্ছি। (১) তাফসীর (আল কুরআন) (২) শরীয়াহ (আল ফিকহ্) (৩) তাওহীদ (ধর্মতত্ত্ব) (৪) আল-হাদীস।

—তারেক মাহবুব

শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

১৯৯২ সনের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে অবজেক্টিভ টাইপের পরীক্ষার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল প্রত্যেক বিষয়ের ৫০০টি প্রশ্ন সম্বলিত 'প্রশ্ন ব্যাংক' কিন্তু উক্ত 'প্রশ্ন ব্যাংক' প্রণয়ন করা হয়েছিল শুধুমাত্র নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ১ম ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষামূলক কর্মসূচী হিসেবে। এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্মসূচীর একটি স্থায়ীরূপ দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। আর এ জন্য পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু ঠিক রেখে অল্প সময়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এ 'প্রশ্ন ব্যাংক' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, বিষয়বস্তুর খুটিনাটি প্রসঙ্গের উপর জোর দেয়ার সময় ছিল না। তাই এর মধ্যে রয়েছিল অনেক গলদ। আশা ছিল পরবর্তী সংস্করণে এর মান আরো উন্নত হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরবর্তী সংস্করণ পরিমার্জিত না করেই উক্ত "প্রশ্ন ব্যাংক" হতে ১৯৯৩ সনের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। কাজেই এখন এর ত্রুটির কথা কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। বলা বাহুল্য ইংরেজী ১ম পত্রের ৫০০টি প্রশ্নের মধ্যে ৩০৪ নং হতে ৪১৯ পর্যন্ত Questions on Grammar-এর জন্য মাত্র ১১৫টি প্রশ্ন আছে। Questions on Grammar-এর হচ্ছে ৩৫ নম্বর। নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, ১১৫টি প্রশ্নের মধ্যে অনেকটি প্রশ্ন Questions on Grammar-এর আওতাভুক্ত নয়।

সুতরাং ৩৫ নম্বরের জন্য ১১৫টি থেকে বাঁচাই করলে থাকে মাত্র ৭০টি প্রশ্ন। অবশিষ্ট ১৫ নম্বরের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পড়তে হয় ৩৮৫টি প্রশ্ন। তাছাড়া কোন কোন প্রশ্নের চারটির মধ্যে চারটিই উত্তর ভুল পরিলক্ষিত হয়। আবার কোন কোন প্রশ্ন দ্বিরোক্তি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে যেমন— ৩০৪, ৩১২, ৩১১, ৩৭৯ নং ইত্যাদি। কাজেই ১৯৯৪ সালের জন্য উক্ত "প্রশ্ন ব্যাংক" পূর্ব হতেই বাতিল ঘোষণা করা হোক। আর তাদের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা গঠনের জন্য এখন থেকেই নেয়া হোক সুষ্ঠু পরিকল্পনা যাতে কর্মসূচীর স্থায়ীরূপ দেয়ার ব্যবস্থা হয়। তা না হলে আমাদের শিক্ষাগত উদ্দেশ্যাবলী অবহেলিত হয়ে পড়বে। আর এ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রইলো আমার আকুল আবেদন।

—মুহাম্মদ মোস্তফা উদ্দীন

কৃষি ডিপ্লোমার সঠিক মূল্যায়ন চাই

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের উন্নতি চাইলে কৃষি ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে, চাষাবাদের উন্নয়ন করতে হবে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে, কৃষি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সঠিক সমাধান করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত অধিক সংখ্যক মাঠকর্মীর। যারা কৃষি গবেষণাগার হতে সদ্য উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি দ্রুত কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেবে, এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান দান করবে ও তাদের সাথে থেকে হাতে কলমে কাজ করবে।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে এই মাঠ কর্মীর স্বল্পতার কারণে সঠিক সময়ে প্রযুক্তি কৃষকদের হাতে পৌঁছে না।

কৃষি গবেষণায় বৈজ্ঞানিক সহকারী পদেও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করা হয়। যাদের পরবর্তীতে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এইসব জায়গায় কৃষি ডিপ্লোমার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে।

তাই, এইসব জায়গায় তিন বছরমেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা নিয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও এদের বেকারত্ব দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ আলতাব হোসেন